سورة يوسف

রমাদ্বান ১৪৪১

সুরাত ইউসুফ: সূচনামুলক আলোচনা

এটি মাক্কী সুরা। রাসুল (সাঃ)-এর জীবনের একটি বিশেষ সময় এই সুরাটি বলা যায় বিশেষ উপহার সরূপ তাঁকে দেয়া হয়েছিল। মক্কায় ৩ বছর লকডাউন পরিস্থিতির শেষভাগে সুরাটি নাযিল হয়েছিল। এই বছরগুলোকে আমল হুজুন অর্থাৎ দুঃখের বছরসমূহ বলা হয়ে থাকে। এই বছরগুলোতে কুরাইশরা মুসলিমদের বয়কট করে রেখেছিল। এই সময়ে শেষভাগে রাসুল (সাঃ) তাঁর প্রিয় দুইজনকে হারিয়েছিলেন- তাঁর চাচা আবু তালিব এবং তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা (রাঃ)। ফলে সেই সময় তিনি আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিকভাবে গভীর সংকটে পতিত হয়েছিলেন। উক্ত দুঃখময় সময় এই সুরাটি তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদের সান্তনা দিয়েছিল।

আরবিতে আসাফ অর্থ দুঃখ এবং এই শব্দটি এই সুরায় ব্যবহৃত হয়েছে। ইয়াকুব (আঃ) তাঁর ছেলেদের কর্মকান্ডে হতাশ হয়ে আফসোস করে বলে উঠেছিলেন " يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ১২:৮৪ ... *"হায় আমার আফসোস ইউসুফের জন্য!''..* " এবং তারপর দুঃখে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ *আর তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগ বশতঃ,..*। অনেকে ইউসুফ শব্দটিকে আসাফ শব্দের সাথে সংযুক্ত করেন। সুরা ইউসুফে তাঁর জীবনের দুঃখময় অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। ফলে রাসুল (সাঃ)-এর দুঃখময় সময়ে সুরাটির সাথে ইউসফু (আঃ)-এর নামেরও সংযোগ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইউসুফ (আঃ) একজন অনারব নাবী ছিলেন। ফলে তাঁর নামের প্রাথমিক ব্যাখ্যা সেই অনারব ভাষা থেকে নেয়াটাই যুক্তিযুক্ত। তাঁর নামটি এসেছে হিব্রু ভাষা থেকে। উক্ত ভাষায় এটির অরিজিন ভিন্ন। বিষয়টি মূল সুরার বিশ্লেষণে আলোচনা করা হবে ইন-শায়া-আল্লাহ্।

সুরাটি আলোচনার সূচনা কোথা থেকে শুরু করা যেতে পারে ? সম্ভবত ইব্রাহীম (আঃ) থেকেই এই আলোচনা শুরুটা সমীচিন হবে। কুরআনে বর্ণিত নাবী-রাসুলদের মধ্যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর একটি মৌলিক অবস্থান রয়েছে। উপরুন্ত কুরআন নাজিল হবার সময় প্রচলিত সব মূল ধর্মগুলোর কেন্দ্রীয় নাবী ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ) এবং যা এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। অতঃপর রয়েছেন মুসা (আঃ)। কুরআনে নাবী রাসুলদের মধ্যে তাঁর নাম সবচেয়ে বেশী রেফারেন্স করা হয়েছে। ফলে প্রথমে দেখা যেতে পারে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে ইব্রাহীম (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর বিষয়গুলো কীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ) এর সাথে ইব্রাহীম (আঃ) এর কুরআনিক কানেকশন:

কুরআনে আমাদের ধর্মকে বর্ণনা করা হয়েছে هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۖ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ২২:৭৮ *তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহীমের ধর্মমত। তিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম', -- এর আগেই*। আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ)-কে তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর নির্মিত ঘরটি শিরক মুক্ত করার মিশন দিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ)-কে আদেশ করেছেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাহ্-কে একনিষ্টভাবে অনুসরণ করতে:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ৩:৯৫ বলো -- "আল্লাহ্ সত্যকথা বলেন, কাজেই ঋজুস্বভাব ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করো, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।''

কুরআনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্-র একটি কথোপকথন রয়েছে যা বাইবেলে নেই। আবার বাইবেলে বর্ণিত একটি কথোপকথন কুরআনে নেই।
সুরা বাকারাহ্'য় ১২৪-১২৯ আয়াতসমূহের বর্ণিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্-র সাথে ইব্রাহীম (আঃ) এর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে যা বাইবেলে নেই। উক্ত বর্ণনার ১২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)-কে মানবজাতির ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বংশধরদের সবার ব্যাপারে এর প্রযোজ্যতার দোয়া করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন তাঁর বংশধরদের মধ্যে জালিমদের জন্য তা প্রযোজ্য হবে না।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ ২:১২৪ আর স্মরণ করো! ইব্রাহীমকে তাঁর প্রভু কয়েকটি নির্দেশ দ্বারা পরীক্ষা করলেন, আর তিনি সেগুলো সম্পাদন করলেন। তিনি বললেন -- "আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মানবজাতির জন্য ইমাম করতে যাচ্ছি।" তিনি বললেন -- "আর আমার বংশধরগণ থেকে?" তিনি বললেন -- "আমার অঙ্গীকার অন্যায়কারীদের উপরে বর্তায় না।"

ফলে তাঁর বংশধরদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের জন্য এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে দোয়া করেছিলেন এবং মূল দোয়াটি করেছিলেন ইসমাইল (আঃ)-কে সংগে নিয়ে যখন তাঁরা কাবা নির্মাণ করছিলেন। সেই দোয়ার শেষে ১২৯ নং আয়াতে মুসলিম জাতির হিদায়েতের জন্য তাঁরা রাসুল (সাঃ) এবং কুরআনের জন্য দোয়া করেছিলেন।

এই ঘটনার বেশ পরে ইব্রাহীম (আঃ) বৃদ্ধ বয়সে আরেকজন সন্তান লাভ করেছিলেন যার নাম ছিলে ইসহাক (আঃ)। তিনি নাবী ছিলেন। ইসহাক (আঃ)-এর ছেলে ছিলেন ইয়াকুব (আঃ) এবং তিনিও নাবী ছিলেন। ইয়াকুব (আঃ)-এর ১২ সন্তান ছিল এবং তাদের মধ্যে ইউসুফ (আঃ) নাবী ছিলেন। ফলে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ (আঃ) এর বাবা, দাদা এবং পরদাদা নাবী ছিলেন। ইয়াকুব (আঃ) এর হিব্রু নাম ছিল ইসরাইল। এই নাম থেকে তাঁর বংশধরদের বানী ইসলাইল বলা হয়ে থাকে। তাঁর ১২ জন ছেলে থেকে বানী ইসরাইল জাতির ১২টি গোত্র নামকরণ করা হয়। ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রাথমিক বসতি ছিল ইরাকে কেনান অঞ্চলে। সেখান থেকে ঘটনা প্রবাহে তাঁর সম্পূর্ণ পরিবার মিশরে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে স্থায়ী হয়েছিলেন। এই ঘটনার একটি বর্ণনা হল সুরাত ইউসুফ। সেখানে বানী ইসরাইল জাতির গোড়াপতন হয় এবং বিস্তার লাভ করে। ইউসুফ (আঃ)-এর নেতৃত্বে তারা সেখানে প্রথম থেকে সম্মানিত ছিল। সময়ের প্রবাহে বানী ইসরাইল জাতি সেখানে স্থানীয়দের দাসে পরিণত হয়ে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। সেখান থেকে মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে। মুসা (আঃ) নেতৃত্বে আল্লাহ্ বিশেষ সাহায্যে একটি সময় বানী ইসরাইল জাতি সাগর পার হয়ে মিশর থেকে বের হয়ে আসে। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ইব্রাহীম (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুসা (আঃ) এবং বানী ইসরাইল জাতির মধ্যকার সম্পর্কগুলো বোঝা গেল।

ইউসুফ (আঃ) বালক বয়সে ভাইদের ষড়যন্ত্রে ঘরছাড়া হয়ে মিশরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সেখান ঘটনা প্রবাহে তিনি একটি সাময়ে জেলে ছিলেন। জেলে যখন তিনি দুই ব্যক্তির স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন তখন তিনি তাদের দ্বীনে দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং তাঁর পূর্বপূরুষ হিসেবে ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করেছিলেন। মূলত তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাহ্'র অনুসারী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং ঠিক একাই ভাবে রাসুল (সাঃ) ইব্রাহীম (আঃ) মিল্লাহ্'র অনুসারী হিসেবেই নিজেকে পরিচিত করাতেন এবং আল্লাহ্ সরাসরি কুরআনে তাঁকে সেই আদেশ দিয়েছেন।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ ১২:৩৮ "আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্মমত। এটি আমাদের জন্য নয় যে আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ধরনের অংশী দাঁড় করাব। এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের ফলে আর মানবগোষ্ঠীর প্রতিও, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

সুরাত ইউসুফ ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলো সঠিক করেছে

বাইবেলে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্'র একটি কথোপকথনের উল্লেখ করা হয় যা কুরআনে নেই। সেই কথোপকথন অনুসারে তারা দাবী করে যে আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ)-কে একটি ভূমির ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তার দাবীদার হলো বানী ইসরাইল জাতি। এই সূত্র ধরে তাদের রাজনৈতিক ধারা প্রবাহিত হয়েছিল এবং হচ্ছে। অথচ কুরআন অনুযায়ী ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে যারা জালিম হবে না তাদের জন্য মানবজাতির নেতৃত্বের অঙ্গীকার করেছেন। কোন ভূমির অঙ্গীকার করেন নি। ইব্রাহীম (আঃ) বিভিন্ন ভূমিতে বিরাজমান ছিলেন। কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন:

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ২৯:৫৬ হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ! আমার পৃথিবী আলবৎ প্রশস্ত, সুতরাং কেবলমাত্র আমারই তবে তোমরা উপাসনা করো।

অতএব ভূমির মালিকানা আল্লাহ্'র। মানুষকে আল্লাহ্ শুধু তাঁর ইবাদত করতে আহবান জানিয়েছেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জেনারেশনকে কোন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে বলেননি। তিনি তাদের আল্লাহ্'র ঘরে বাৎসরিকভাবে মিলিত হবার আহবান জানিয়েছিলেন এবং হজের প্রবর্তন করেছিলেন।

আল্লাহ্ বানী ইসরাইল জাতি জাতির জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভূমি নির্দিষ্ট করে দেননি বরং বিভিন্ন ভূমিতে মর্যাদার সাথে বসবাস করিয়েছেন এবং তা স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে কুরআনে:

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ ১০:৯৩ আর ইসরাইলের বংশধরদের আমরা অবশ্যই উত্তম আবাসভূমিসমূহে বসবাস করালাম, আর তাদের আমরা উত্তম বিষয়বস্তু দিয়ে জীবিকাদান করলাম, আর তারা বিভেদ সৃষ্টি করে নি যে পর্যন্ত না তাদের কাছে জ্ঞান এল। নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু কিয়ামতের দিনে তাদের মধ্যে বিচার করবেন সে-সম্বন্ধে যাতে তারা মতভেদ করেছিল।

আল্লাহ্ অঙ্গীকার অনুসারে পরবর্তীতে বানী ইসরাইল বংশ থেকে বলা যায় প্রতি জেনারেশনে নাবী প্রেরিত হয়েছিল। যার উল্লেখ কুরআনে স্পষ্ট। কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন যে বানী ইসরাইলদের তিনি মানবজাতির বিভিন্ন বংশ, গোত্রর উপর আধিপত্য দিয়েছেন :

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ ২:৪৭ হে ইসরাইলের বংশধরগণ! আমার নিয়ামত স্মরণ করো যা আমি তোমাদের প্রদান করেছিলাম ও কিভাবে মানবগোষ্ঠীর উপর তোমাদের মর্যাদা দিয়েছিলাম।

কুরআনে উল্লেখিত নাবী-রাসুলদের মধ্যে বেশীরভাগ বানী ইসরাইল বংশভূত – ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুসা (আঃ), হারুন (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলাইমান (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), ইয়াহিয়া (আঃ), ঈসা (আঃ)।

ইতিহাসে বানী ইসরাইল জাতির গোড়াপত্তন শুরু করেন ইউসুফ (আঃ)। যদিও বানী ইসরাইল জাতি মুসা (আঃ)-এর বিষয়টি বেশি হাইলাইট করে থাকে। ইউসুফ (আঃ) এর বর্ণনা ব্যাতীত মুসা (আঃ) এর বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফলে ইউসুফ (আঃ) বানী ইসরাইল জাতির জন্য যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি মুসলিমদের জন্য তিনি একজন গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিত্ব। সুরাত ইউসুফে তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসের রেকর্ডগুলো সোজা করছে এবং অনেক বিভ্রান্তি দূর করেছে যা বানী ইসরাইলদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিভিন্ন সময়ে তৈরী করেছিল।

ইউসুফ (আঃ)-এর বর্ণনা থেকে খ্রিস্টানদের ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা:

ঈসা আঃ) বানী ইসরাইল জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কুরআনে সেটা সরাসরি বর্ণিত। ঈসা (আঃ) তাদের "ইয়া বানী ইসরাইল" বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর পরবর্তীতে যে রাসুলের আগমন ঘটবে তাঁর নাম হবে আহমাদ. অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ)। এই সব কুরআনের একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ ৬১:৬ আর স্মরণ করো! মরিময়পুত্র ঈসা বলেছিলেন -- "হে ইসরাইলের বংশধরগণ! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রসূল, আমার সমক্ষে তওরাতে যা রয়েছে আমি তার সমর্থনকারী, আর সুসংবাদদাতা এমন এক রসূল সম্বন্ধে যিনি আমার পরে আসবেন, তাঁর নাম 'আহ্‌মদ'।'' তারপর যখন তিনি তাদের কাছে এলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলীসহ, তারা বললে -- "এ তো এক স্পষ্ট জাদু!''

কিন্তু খ্রিস্টানরা পরবর্তীতে ঈসা (আঃ)-কে গ্লোবাল ম্যাসেঞ্জার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনীকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারে প্রচেষ্টা করেছে। তারা জোর করে বিষয়টি মেলানোর চেষ্টা করেছে। তারা বলার চেষ্টা করছে যে, ইউসুফ (আঃ) মিশরের বাইর থেকে এসে মিশরে নাবী হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে ঈসা (আঃ) প্রাথমিকভাবে বানী ইসরাইলদের মধ্যে ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি গ্লোবাল ম্যাসেঞ্জার হয়েছেন। কিন্তু এর কোনো দলিল তারা উপস্থাপন করতে পারে নি।

মুসা (আঃ) এর সাথে ইউসুফ (আঃ) এর কুরআনিক কানেকশন:

ইতিহাস থেকে ইউসুফ (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর সাথে সংযোগটি খুবই পরিস্কার। ইউসুফ (আঃ) এর নেতৃত্বে বানী ইসরাইল জাতির গোড়াপত্তন শুরু হয় মিশরে। বানী ইসরাইল জাতির ১২ গোত্রের প্রধান হলো ইউসুফ (আঃ)-এর ১২ ভাই। তারা সবাই ইরাকের কেনান অঞ্চলে জন্মে ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে স্থায়ী হয়েছিলেন মিশরে এবং এখনেই তাদের বংশ বিস্তার ঘটে। সময়ের প্রবাহে তারা বানী ইসরাইল জাতিতে পরিণত হয়। কিন্তু স্থানীয় মিশরীদের দাসে পরিণত হয়। নির্যাতিত হতে থাকে। এই নির্যাতিত জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে আল্লাহ্‌ মুসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। মুসা (আঃ) মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআনে কীভাবে মুসা (আঃ)-এর সাথে ইউসুফ (আঃ) সংযুক্ত সেটা গবেষণার প্রথম আয়াতটি হলো সুরা কাসাস এর ৩৬ নং আয়াত:

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ ২৮:৩৬ তারপর মূসা যখন তাদের কাছে এলেন আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে, তারা বলল -- "এ তো বানানো ভেলকিবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এরকম আমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদার আমলেও আমরা শুনি নি।''

উক্ত আয়াতে ফিরাউন এবং তার পর্ষদ মুসা (আঃ)-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে একটি মিথ্যা কথা বলেছিল। তা হল, এই আয়াতে শেষ তারা বলল " আর এরকম আমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদার আমলেও আমরা শুনি নি"। অথচ তাদের বাপদাদার ইতিহাসে ইউসুফ (আঃ)-এর বর্ণনা খুব স্পষ্টভাবে বিরাজমান ছিল। কেননা তিনি তৎকালিন সময়ে মিশরের মানুষদের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মিশরে বানী ইসরাইল জাতির গোড়াপত্তনকারী। যাদের ফিরাউন এবং তার অনুসারীগণ কৃতদাস হিসেবে ব্যবহার করত। তাকে ভোলা যায় কীভাবে। বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সুরা গাফির-এর ৩৪ নং আয়াতে। উক্ত আয়াতের যে ব্যক্তির বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে তাঁর বক্তব্য শুরু হয় ২৮ নং আয়াতে। উক্ত ব্যক্তির নাম কুরআন মাজিদে নেই। অথচ তাঁর বিশাল বক্তব্য কুরআনের অংশ হয়েছে। উক্ত ব্যক্তির সাথে মুসা (আঃ)-এর বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তিনি মুসলিম ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিচয় গোপন করে চলতেন। মুসা (আঃ) যখন দূর্ঘটনা বশতঃ একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন এবং সেই সুযোগে ফিরাউনের পুলিশ প্রধানগণ মুসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল তখন উক্ত ব্যক্তি মুসা (আঃ)-কে তা অবহিত করে মিশর ছেড়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যা বর্ণিত আছে সুরা কাসাসে। পরবর্তীতে মুসা (আঃ) যখন মিশরে ফিরে এসে ফিরাউনকে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন এক পর্যায়ে ফিরাউন মুসা (আঃ)-কে হত্যার করার ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে উঠে ছিল। সেই সময় ফিরাউনের রাজ্যসভায় ঐ ব্যক্তি যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তা সুরা গাফিরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ ৪০:২৮ আর ফিরআউনের লোকদের থেকে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি যে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল, বলল -- "তোমরা কি একজন লোককে হত্যা করবে যেহেতু তিনি বলেন, 'আমার প্রভু আল্লাহ্‌', আর নিঃসন্দেহ তিনি তোমাদের প্রভুর

কাছ থে কে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন? আর তিনি যদি মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে তিনি তোমাদের যে-সবের ভয় দেখান তার কতকটা তোমাদের উপরে আপতিত হবে। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না যে অমিতাচারী, প্রত্যাখ্যানকারী।

উক্ত বক্তব্যের ধারায় ৩৪ নং আয়াতে তিনি পরিস্কারভাবে ফিরাউনের পর্ষদকে ইউসুফ (আঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে থেকে মিশরের স্থানীয়রা বিশালভাবে লাভবান হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দ্বীন ধর্মের ব্যাপারে তাঁর জীবনদশায় স্থানীয় মিশরীরা উদাসীন ছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে রাসুল হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর পরবর্তীতে আর কোনো রাসুল মেনে না নেয়ার মনোভাব প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বর্ণনার ধারায় বোঝা যায় যে, ইউসুফ (আঃ) মুসা (আঃ)-এর আগমনের ব্যাপারে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। আল্লাহ্'র নাবী ইউসুফ (আঃ)-এর উছিলায় তারা উপকৃত হয়েছিল। এর পরের রাসুল মুসা (আঃ)-কে অস্বীকার করলে তাদের ভয়ংকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে এই ধরণের পূর্বাভাস ছিল বলেই মিশরীয়রা উক্ত মনোভাব প্রকাশ করেছিল - **قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّـهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا**
"তখন তোমরা বললে -- 'আল্লাহ্ কখনো তাঁর পরে কোনো রসূল দাঁড় করাবেন না।'"

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّـهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّـهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ ৪০:৩৪ "আর নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এর আগে ইউসুফ এসেছিলেন স্পষ্ট প্রমাণাবলী নিয়ে, কিন্তু তোমরা বরাবর সন্দেহের মধ্যে ছিলে তিনি যা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলেন সে-সম্বন্ধে। কিন্তু যখন তিনি মৃতুবরণ করলেন তখন তোমরা বললে -- 'আল্লাহ্ কখনো তাঁর পরে কোনো রসূল দাঁড় করাবেন না।' এইভাবেই আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট হতে দেন তাকে যে স্বয়ং অমিতাচারী, সন্দেহভাজন --

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের বর্ণনায় ইউসুফ (আঃ) এর সাথে মুসা (আঃ) সংযুক্ত। এবং বিষয়টি মুসা (আঃ) সময় ফিরাউনের রাজ্যসভায় সেই ব্যক্তি উপস্থাপন করেছিল যা বর্ণিত হয়েছে ৪০:৩৪-এ।